BHATTER COLLEGE. DANTAN
Deptt. of Philosophy, 2nd Semester Hons.

PAPER-CC-4. SUB; WESTERN PHILOSOPHY

From: ARUN DAS

1. কান্ট কীভাবে বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন তা দেখাও।

→ আধুনিক যুগে জার্মান দার্শনিক কান্ট জ্ঞানের বিচার বিশ্লেষণের উপর তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে বিচারবাদের প্রবর্তন করেন। কান্ট বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, জ্ঞানোৎপত্তির দুটি দিক বিদ্যমান — একটি দিক হল উপাদান, আর একটি দিক হল আকার। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের দ্বারা যে সংবেদন লাভ করি তা হল জ্ঞানের উপাদান, আর দেশ, কাল, দ্রব্য, কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি শর্তগুলি মৌলিক ধারণা হল জ্ঞানের আকার। এগুলি বুদ্ধির মধ্যেই নিহিত থাকে, এগুলি সহজাত বা প্রাকসিদ্ধ, এগুলি অভিজ্ঞতা লব্ধ নয়। যখন আমাদের বুদ্ধি তার অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতা পূর্ব জ্ঞানের আকারগুলি ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতালব্ধ সংবেদনের উপর প্রয়োগ করে সেই সংবেদনরূপ উপাদানকে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করতে পারবে, তখনই জ্ঞানোৎপত্তি হবে। কাজেই অভিজ্ঞতালব্ধ সংবেদন বুদ্ধির মধ্যে নিহিত দেশ, কাল, দ্রব্য, কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রভৃতি সহজাত পূর্বতঃসিদ্ধ মৌলিক ধারণা সমূহের দ্বারা সুবিন্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান লাভ হবে না। অভিজ্ঞতালব্ধ সংবেদনরূপ উপাদান এবং বুদ্ধিলব্ধ মৌলিক প্রত্যয়রূপ আকার-প্রকার-উভয়ের সংযোগেই জ্ঞান গঠিত হয়। অভিজ্ঞতা লব্ধ সংবেদন শুধু জ্ঞান নয়; আবার, শুধু "বুদ্ধিলব্ধ" ধারণসমূহও জ্ঞান নয়। উপাদান ও আকার — প্রত্যেকটি জ্ঞানের অপরিহার্য অঙ্গ এবং দুটি দিকের মিলনেই জ্ঞান। ইন্দ্রিয় সংবেদন ভিন্ন বুদ্ধি নিছক শূন্যগর্ভ এবং বুদ্ধি ভিন্ন সংবেদন অন্ধ।

কান্ট তার বিচারবাদের সাহায্যে বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। কান্ট তার বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করে সুনিপুণভাবে দেখিয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা জ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য দান করে এবং জ্ঞানের প্রসার ও

Scanned with CamScanner

প্রসারতা সাধন করে কিন্তু সর্বগ্রাহ্য ও অবশ্যম্ভাবী জ্ঞান দান করতে পারে না; অপরপক্ষে, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা থেকে যে প্রত্যয়মূলক অবধারণ পাওয়া যায় তা সর্বগ্রাহ্য ও অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু জ্ঞানের প্রসার সাধন করতে পারে না। কান্টের মতে, যথার্থ জ্ঞানের পক্ষে সর্বজনীনতা ও অবশ্যম্ভাবিতার বৈশিষ্ট্য যেমন আবশ্যিক তেমনি অভিজ্ঞতা ও প্রসারতাও অপরিহার্য; কাজেই জ্ঞানোৎপত্তির ব্যাপারে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা — উভয়ের সমন্বয় কাম্য।

কিন্তু কান্টের মতে, প্রত্যক্ষ ও প্রজ্ঞার সহযোগিতায় আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তা বস্তুর বাহ্যরূপের জ্ঞান মাত্র; তা বস্তুর প্রকৃত সত্তার বা স্বরূপের জ্ঞান নয়। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বস্তুর যে সংবেদন প্রাপ্ত হই, তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি বা প্রকৃতি সাপেক্ষ, সেইরূপ আমাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা দ্বারা আমরা বস্তুটিকে যেরূপ বুঝি তাও আমাদের মন ও বুদ্ধির প্রকৃতি ও গঠনসাপেক্ষ; অতএব আমরা বস্তু সম্বন্ধে যা জানি তা প্রধানত: আমাদের উপরই নির্ভর করে এবং আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের রচনা মাত্র। আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি নিরপেক্ষ বস্তুর স্বরূপ কি তা আমরা জানতে পারি না এবং আমাদের জানা সম্ভব নয় কারণ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও বুদ্ধির প্রক্রিয়া ব্যতীত আমাদের কোনো জ্ঞান হয় না। অতএব আমাদের জ্ঞানে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত না হয়ে তার বাহ্যরূপ বা অবভাস মাত্র গৃহীত হয়। যদি আমাদের কোন অতীন্দ্রিয় বা বুদ্ধিজন্য সাক্ষাৎ প্রতীতির সামর্থ্য থাকত, তবে আমরা বস্তুর স্ব-সত্তার বা স্বরূপের জ্ঞান লাভ করতে পারতাম। কিন্তু এরূপ শক্তি লাভ করা অসম্ভব না হলেও বস্তুত: বর্তমানে তা আমাদের নেই। অতএব বস্তুর স্বরূপ অজ্ঞাত বা

পারমার্থিক তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত, তা চিরদিনই অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় থাকবে।

পরবর্তীকালে হেগেলের মতবাদে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব বলে স্বীকৃত হয়েছে, তার কারণ হেগেল কান্টের ন্যায় চিন্তার আকার ও চিন্তনীয় বিষয়ের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান করেন নি। কান্টের বিচারবাদের মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি লক্ষিত হয় সেগুলি হল :— প্রথমতঃ, জ্ঞানের আকার ও জ্ঞানের উপাদান — এ দুটিকে তিনি পরস্পর বিজাতীয় মনে করেছেন ; যদি তাই হয় তাহলে এই দুটির মধ্যে সংযোগ কিরূপে সম্ভব ? দ্বিতীয়তঃ, বস্তুর বাহ্যরূপ ও তার স্বরূপের মধ্যে কান্ট অহেতুক এক দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করেছেন, অথচ তিনি নিজেই বলছেন যে, বস্তুর বাহ্যরূপের সংবেদনের উৎস বা কারণই হল অতীন্দ্রিয় বস্তুসত্তা।

উপসংহারে উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তিসিদ্ধ বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বিচার বা সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, পারমার্থিক তত্ত্বকে একমাত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা স্বজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব। কাজেই বিচার-বুদ্ধির চরম পরিণতি স্বজ্ঞায় ; সুতরাং পূর্ণ সত্যোপলব্ধি হয় এবং সত্যোপলব্ধিই দর্শনের শেষ কথা ।।

— o —

Scanned with CamScanner